আমার অনুভূতি -
প্রসঙ্গ টিভি সিরিয়াল ‘গানের ওপারে’

গোলাম মোস্তফা

ছোটবেলায় ঐকিক নিয়মে অংক করেছি। আমার স্কুল শিক্ষক পিতা হয়তো একটু আগেই শুরু করিয়েছিল পাটিগনিত শেখানো। অনেকদিন পর ঐকিক পদ্ধতিটার কথা মনে হলো। ঐযে উত্তর বের করা- এতজন লোক এতদিনে এতটা কাজ করতে পারে তাহলে এতটা কাজ শেষ করতে এতটা লোকের কত দিন লাগবে? ইত্যাদি।

এবারে আমার অংক! একটা সিরিয়াল নাটক। ৮৪ পর্ব। প্রতিটি পর্ব ১ ঘন্টা দৈর্ঘ্যের। তাহলে কোনো লোক সর্ব্বনিম্ন কত দিনে সেই নাটকটি দেখে শেষ করতে পারবে? উত্তরটা যে কেউ সহজেই বলতে পারবেন। তাই না? দিনে ২৪ ঘন্টা। সুতরাং সাড়ে তিনদিনেই শেষ হয়ে যাবে। কি বলেন? বাস্তবে সম্ভব কিনা? আপনার খাওয়া-দাওয়া, নিত্যনৈমত্তিক অন্যান্য কাজ না হয় বাদই দিলাম, ঘুমানোর কি হবে? আর একটা নাটক দেখার জন্য কোন পাগলেই বা নাওয়া-খাওয়া ঘুম বাদ দিয়ে এটা করতে যাবে? কি কারনে সব ভুলে সবকিছু বাদ দিয়ে ২৪ ঘন্টা একটা নাটক দেখবেন? এতটা মনোযোগ কোনো শিল্পকর্ম কি পারে তৈরী করতে? কি থাকতে হবে তাতে যা সম্পূর্নই একজনের মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে? অনেক কিছুই থাকতে হবে। কোন শিল্পকর্মই সবার উপরে একরকম প্রভাব ফেলবে তা বলা যাবে না।

এবছরের ফেব্রুয়ারী থেকে আমি চার্লস স্টুয়ার্ট ইউনিভার্সিটির ‘ওয়াগা ওয়াগা’ ক্যাম্পাসে নিজের একটি সিনেমা তৈরীর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রজেক্টটি করছি ওদের ক্রিয়েটিভ আর্ট স্কুল বিশেষত: টিভি প্রডাকশান ডিপার্টমেন্টের সাথে। সেজন্য এখন আমি সিডনি থেকে ছয়শত কিলোমিটার দূরে বন্ধু-বান্ধব, আত্মিয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ছেড়ে প্রায়সময় ওয়াগাতেই থাকি। ইউনিভার্সিটির একটি কটেজে। প্রজেক্টের পার্ট হিসাবে কিছু কোর্স ওয়ার্কও করতে হচ্ছে। বেশির ভাগই ফিল্ম ডিরেকশান সংক্রান্ত। এজন্য প্রচুর সিনেমা কিংবা টিভি নাটক দেখতে হয়। ভাল লাগলে কোন কোন নাটক সিনেমা একাধিকবার দেখি। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে প্রচুর সিনেমা সংগ্রহীত আছে। দিনে ২/৩টি করে দেখলেও বেশ কয়েক বছর লেগে যাওয়ার কথা। আর আমারতো শুধু দেখাই নয়, ডিভিডিতে অন্য যে সমস্ত ইনফরমেশন, যেমন মেকিং অফ, ডিরেক্টর প্রডিউসার পারফরমারদের ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে ইন্টারনেট ঘেটে রিভিউ ইত্যাদির উপরও পড়াশুনা করতে হয়। নোট নিতে হয়। ধরে নেয়া যায় খাওয়া দাওয়া ঘুমানো ইত্যাদি অনুসাঙ্গিক কাজগুলি বাদ দিয়ে বাকি সময়টা স্টাডি করেই কাটাই। ভালই

লাগে। আনন্দেই আছি বলা যায়। নিজের হাতে যখন খাবার তৈরী করতে হয় তখনই শুধু যা বিরক্ত লাগে। আহা যদি কেউ খাবারটা মুখে তুলে দিত।

গত সপ্তাহ দু'য়েক খুবই ব্যস্ত ছিলাম কিছু এসেসমেন্ট সাবমিট করা নিয়ে। এসেসমেন্ট সময় মত সাবমিট করতে না পারলে প্রতিদিনের জন্য মার্ক কাঁটা যাবে, আর তাই চাপেও ছিলাম প্রচুর। এত চাপের মুখেও সিডনি থেকে প্রকাশিত বাংলা ওয়েব সাইটগুলি দেখি নিয়মিত। বাংলাদেশের প্রত্রপত্রিকার হেড লাইনগুলিও পড়ে নেই ফাঁকে ফাঁকে। আর প্রতিদিনই প্রতিটি বাংলা পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করনে সাংস্কৃতিক জগতের খোঁজ-খবরগুলি পড়ি। জানার চেষ্টা করি বাংলা চলচ্চিত্র নাটক কিংবা সংগীতের কোথায় কি ঘটছে।

সম্প্রতি বাংলা-সিডনি ডট কম 'গানের ওপারে' নামে একটি পোষ্ট সংযোজন করেছে। খবরটি দেখে খুব একটা গা করিনি, একেতো খুবই ব্যাস্ত তার উপর মনে হলো ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্র সংগীতইতো সময় করে পরে পড়ে নেব। বেশ কিছুদিন পর যখন এসেসমেন্ট এর ভার হতে কিছুটা পরিত্রান পেলাম তখন ক্লিক করলাম বাংলা-সিডনি'র 'গানের ওপারে' খবরটার উপর। ইন্ট্রোডাকশানটা পড়ে বুঝতে পারলাম এটি একটি কোলকাতা টিভি হতে প্রচারিত বাংলা সিরিয়াল।

সাধারনতঃ ইউটিউবে বেশির ভাগ বাংলা নাটক দেখে কোন মজা পাইনা ভিডিও রেজুলেশনের কারণে। তবে 'গানের ওপারে' এর রেজুলেশন একেবার খারাপ না। তাছাড়া আমি কোলকাতার নাটক খুব একটা দেখি না। জুত পাই না। গিয়েছিলুম, খেয়েছিলুম, এয়েছিলুম। কেমন জানি সব কিছু একটু মেকি মেকি লাগে। তবে বাছা বাছা বংলা সিনেমা দেখতে চেষ্টা করি। পারত পক্ষে ঋতুপর্ণ ঘোষ, অপর্না সেন, গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত এদের কোন ছবিই বাদ দেই না। আর সত্যজিত রায়, ঋতিক ঘটক, মৃনাল সেন এর সম্পূর্ন কালেকশানই আছে আমার কাছে। কোন কোন সিনেমা যে কতবার দেখা হয়েছে তার হিসাবে নেই। কোন কিছু ভাল লাগলে আমি বারবার দেখেও ক্লান্ত হই না। একেকবার একেকরকমের আনন্দ পাই। এ যেন প্রিয়াকে সারাক্ষন দেখেও স্বাদ না মেটার মত।
'গানের ওপারে' টিভি সিরিয়ালটি বাংলা-সিডনিতে সংযোজনের যে সূচনাটি আনিস ভাই লিখেছেন তাই আমাকে আকর্ষিত করলো সিরিয়ালটি দেখতে শুরু করার। রবীন্দ্র জন্মের দেড়শত বছর উপলক্ষে পরিবেশিত নাটক। এবছরের শুরুতে আমার নিজস্ব একটা সিদ্বান্ত ছিল, রবীন্দ্র রচনাবলী পড়ে যতদূর পারা যায় শেষ করা। সেজন্য বিশ্বভারতী হতে চামড়ায় মুড়ানো প্রকাশিত পুরো সেটটি আমি সিডনির বাসা হতে 'ওয়াগা ওয়াগা'তে বহন করে নিয়ে এসেছি। সময় করে মাঝে মাঝেই পড়ি। বিশেষ করে নাটকগুলি পড়তে হচ্ছে আমার একটি সাবজেক্টে, নাট্য সাহিত্যের, আলোচনা-সমালোচনা লেখার জন্য। যদিও অষ্ট্রেলিয়ান নাট্যকারদের লেখা নাটকের উপরে তা করার কথা, আমি আমার শিক্ষককে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি, আমার মাতৃভাষার বিশেষতঃ রবীন্দ্র নাটকের উপরে কাজটি করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ এর কথা শুনেই তিনি আমাকে পারমিশান দিয়েছেন। তাই পড়তে হচ্ছে, লিখতে হচ্ছে আমার নিজস্ব মতামত রবীন্দ্র নাটকের উপর। ভেবেছিলাম 'গানের ওপারে' সিরিয়ালটি রবীন্দ্রনাথেরই কোনো নাটক, দেখলে হয়ত আমার কাজের একটু সুবিধা হবে।

দেখতে গিয়ে মনে পড়ল আশিষদা (সিডনির অন্যতম লেখক, চিত্রকর, বাংলা সংস্কৃতসেবী) একবার উল্লেখ করেছিলেন এই নাটকটির কথা বিশেষত: নাটকটির উৎসর্গের কথা ''সেই সব পরিবারকে যাদের বাড়ীতে রবীনদ্র রচনাবলী আছে বা নেই"। যাহোক নাটকটি দেখা শুরু করাটাই আমার জন্য কাল হলো। তখনও আমাকে এসেসমেন্টের জন্য একটি সর্ট ফিল্মে সুটিং ও দু'টি মঞ্চ নাটকে অভিনয়ের জন্য সময় দিতে হবে। আর এ জন্য কিছুটা অখন্ড মনোযোগীও হ্ওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় কি, কোনো রকমে কাজগুলির জন্য বেঁধে দেয়া সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টুকু রুমে বসে সার্বক্ষনিক ভাবে সম্পূর্ন ডুবে গেলাম 'গানের ওপারে'। প্রথম ৪০টি পর্ব সময়ে অসময়ে দেখা হলেও বাকী ৪৪টি পর্ব শেষ করলাম একটানা ৪৪ ঘন্টা দেখে। এই ৪৪ ঘন্টায় দুই লিটার আঙুরের রস, শুকনো রুটি, চা-কফি ছাড়া আর কিছুর জন্য সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এমনকি মাঝে মাঝে টয়েলেটে যাওয়াটাকেও পিছাতে কসুর করিনি। আচ্ছা এটুকু দেখে পরে যাই, আবার পরে মনে হয়েছে না এটুকু দেখে নেই। মনে হয় একেই বলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কোন কিছুতে ডুবে যাওয়া। পরে শুনেছি আনিস ভাই দেখেছেন একটানা ২২ ঘন্টা আর ওনার খাওয়া দাওয়া পরিবেশিত হয়েছে ওনার চেয়ারের পাশে।

'গানের ওপারে' রবীন্দ্র সার্ধশততম জন্মবর্ষ উপলক্ষে তৈরী ও প্রচারিত। এ লেখাটি এ নাটকের কোন রিভিউ নয়। এটা আমি করতেও চাই না। নাটকটি দেখতে দেখতে যে ভাল লাগা তৈরী হয়েছে, যে শিহরণ জেগেছে ক্ষনে ক্ষনে আমার মনে, তা যদি কিছুটাও প্রকাশ করতে পারতাম তা হলে হয়ত কিছুটা উপশম হতো মর্ম যাতনার। ভাল লাগার অনুভুতিও যে যাতনার কারণ হয়ে যায় মাঝে মাঝে, তা লিখে বুঝানো কঠিন।

একটি দীর্ঘ টিভি সিরিয়ালে যে সমস্ত উপকরণ থাকা দরকার সে সবের যে ঘাটতি ছিল না এ নাটকে তা আমি হলফ করেই বলতে পারি। সাধারনতঃ সিরিয়ালে ধারাবাহিকতার ঝামেলা লেগেই থাকে। পুরো নাটকের ঘটনাবলী আগে থেকেই পরিকল্পিত না থাকলে এমনটা হয় যা প্রায়শ:ই আমাদের বংলা সিরিয়ালগুলিতে দেখা যায়। নায়ক ঘর থেকে বের হলো নায়িকার সাথে দেখা করতে রাতের বেলা অথচ পরের দৃশ্যটি কাঠ ফাঁটা ভর দুপুরে পার্কের বেঞ্চে দু'জনের প্রেমাভিসার।

প্রথম কয়েকটি পর্ব দেখার পর মনে হলো অচ্ছা কারা আছে এ নাটক তৈরীর পেছনে? দেখতে দেখতে মনে হলো যারাই থাকুক তারা খুবই প্রফেশনাল। দেখা গেল পেছনের কলকাঠি নেড়েছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ এর মত লোকেরা। যতই দেখছিলাম ততই বিস্ময় মেনেছি কাহীনির বিন্যাসে অপূর্ব কারিগরিতায়। নাটকটিতে যা ঘটবে হয়ত আগামী ১০/১২ পর্বের পরে তা খুব সচেতন ভাবে আভাস তৈরী করেছে ১০/১২ পর্ব আগেই। ফলে কখনই কোন কিছুই আরোপিত মনে হয়নি। আমি হয়ত উদাহরন দিয়ে তা বলতেও পারি। কিন্তু আমার উদ্দ্যেশ্য তা নয়, যেমনটি নয় কারগরি বা অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করা। তবে জোড়ালো ভাবেই বলা যায় এ নাটকে কারিগরি অসামাঞ্জস্যতা খুবই কম। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর, ক্যামেরা মুভমেন্ট, আবহ সংগীত সবকিছুই এক অপূর্ব সামঞ্জস্যতায় গাঁথা। দু'য়েকটি জায়গায় যে ব্যাকারনের হেরফের ঘটেনি তা নয় তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমার মূল বলার

বিষয়টি হলো এ নাটকের গল্পের গাঁথুনি। রিয়েলিষ্টিক ধারার এ নাটক অসামান্য ধারাবাহিকতায় একের পর এক ঘটনাবলী এগিয়ে নিয়েছে নিজস্ব গতিতে। যাকিনা একবার দেখা শুরু করলে শেষ অবধি টেনে নিয়ে যায়। তবে ক্লীফ হ্যাঙ্গারগুলি আমার বিশেষ পছন্দের ছিল না (কে জানে হয়ত টিভিতে দেখানোর সময় ক্লীফ হ্যাঙ্গার অন্যরকম ছিল কিনা)। গল্পের সাথে অভিনয় কলা যখন একাত্ম হয় তখন যে সৌন্দর্য মাধুর্যতার সৃষ্টি করে তা এ নাটকটি দেখে উপলব্ধি করা যায় ষোল আনাই।

এ নাটকের মূল চরিত্রগুলির অভিনেত্রেরা সবাই কমবেশী উত্তরাধীকার ভাবেই অভিনয় জগতের, তবে অন্যতম প্রধান মেয়ে চরিত্র মিমি চক্রবর্তী (পুপে বা সোহিনী) এমন পরিবার থেকে আসা যেখানে অভিনয় চর্চ্চা কখনই ছিল না। আর এ চরিত্রটি তৈরীতে স্বয়ং ঋতুপর্ণ ঘোষ মিমিকে সময় দিয়েছেন

টানা একটি মাস। এমন একজনের তত্বাবধানে চরিত্র নির্মাণ আর কঠিন অধ্যবসায়ের কারণেই হয়ত পুপে হয়ে উঠেছে অসামান্য। নাটকটি দেখাকালীন হতে অদ্যাবধী পুপে শয়নে স্বপনে আমাকে ঘিরে রেখেছে্। এইতো বুঝি মেয়েটি আমার সামনে দিয়ে হেটে চলে যাবে তার বিষন্ন মুখটি নিয়ে। আবার কখনও মনে হয় এই বুঝি গেয়ে উঠবে তার দুখ জাগনিয়া গান 'আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে'। অথবা পুপে গোরাকে নিয়ে আমার পাশ দিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে উচ্ছল আনন্দে। আবার কখনও মনে হয় প্রদীপ্তের হাত ধরে বলে উঠবে 'বন্ধু আমার'।

মাঝে মাঝে মনে হয় হয়ত আমি যে পরিবেশে যে ভাবে কোন ইন্টারাপশান ছাড়া নাটকটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম তা না হলে হয়ত এতটা প্রভাব পড়তো না আমার মনে। নাটকটি দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে কখনও হেসে উঠেছি একাএকাই। আবার ডুকরে কেঁদে উঠেছি মনবেদনায়। এ এক অসাধারণ অনুভুতি। যা লিখে কিংবা বলে বুঝানোর নয়। এ সম্পূর্ণ আমার নিজের, আমার একার। একরাতে - কয়টা বাজে খেয়াল নেই। হাসি কান্নাটা কতক্ষন চলেছে জানি না। বুকের কষ্টটা হয়ত কান্না হয়ে একটু জোড়েই প্রকাশিত হয়েছে। দরজায় আস্তে করে টোকা, ফিসফিসে গলার আওয়াজ 'আর ইউ অলরাইট'? নিজকে কোন রকমে সামলে দরজা খুলে দেখি পাশের রুমের 'নিকি'।

আটজনের এ কটেজে চারজন মেয়ে আর চারজন ছেলে। আমাকে ছাড়া সবাই ১৮ থেকে ২২ এর মধ্যে। আন্ডার গ্রেডের স্টুডেন্ট। লম্বা কটেজের দু'পাশে চারটি করে আটটি রুম। মাঝে কিচেন, লাউঞ্জ, বাথরুম ইত্যাদি। প্রতি পাশের চারটি রুমে দু'জন ছেলে দু'জন মেয়ে। আমার পাশের দু'জন নানা কারণে আর কটেজে থাকে না। এখন শুধু আমি আর নিকি। নিকি ফাইন আর্টস নিয়ে পড়ছে সেকেন্ড ইয়ার বি.এ। স্থানীয় মেয়ে। খুব কম সময়ই রুমে থাকে। কখনযে আসে আর কখনযে কোথায় যায় ওই জানে। প্রায় রাতেই ফিরে অনেক দেরী করে। মাঝে মাঝে কিচেনে কিংবা লাউঞ্জে দেখা হলেই মিষ্টি হেসে বলবে 'হাই- হ্যালো- হাউ আর ইউ' - এ পর্যন্তই।
নিকি আবার জিজ্ঞেস করে 'হ্যাই ম্যান - আর ইউ ওকে'?

কোন রকমে ঢোক গিলে বলি - 'ডোন্ট ওরি - আই এম ফাইন'। ধরা গলায় বলি 'সরি ডিড আই ওয়েক ইউ আপ'?
নিকি কি বুঝল জানি না আস্তে করে বলল আমি কি তোমার রুমে একটু বসতে পারি?
ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি রাত ২টা। বল্লাম এসো।
নিকি চেয়ার টেনে বসল, আমি বিছানায়। ভিতরের কান্নার ঢেউটি তখনও গলায় আটকে আছে। আমার চোখ হয়ত ছলছল ছিল। কোন কথা নেই। নিকি হয়ত আমার দিকে তাকিয়ে ছিল আর আমি নীচের দিকে বিছানার সাদা চাদরে।
বেশ কিছুক্ষ পর নিকি মিষ্টি হেসে বলল - 'ক্যান আই গিভ ইউ এ হাগ'?
আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না আটকানো কান্নাটা বেরিয়ে এলো চোখের জলে। পঞ্চাশর্ধো একজনকে কাঁদতে দেখতে কেমন লাগে?
নিকি উঠে এসে সত্যি আমাকে জড়িয়ে ধরল। কতক্ষন লেগেছিল ধাতস্থ হতে মনে নেই। যে মেয়েটির সাথে তেমন কোন কথা নেই, বয়েসেরও বিশাল পার্থক্য, আমার অর্ধেকেরও কম, আমার মেয়ের বয়সি। নিমিশেই বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। নিকি বলল চল তোমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দেই। কফি খেতে খেতে ও ওর গল্প শুনিয়েছে। নিজে হেসেছে আমাকে হাসিয়েছে। কিন্তু একবারের জন্যও আমাকে আমার কষ্টের কথা জিজ্ঞেস করে নি। আমারও কিছু বলার ছিল না। আমিতো উদ্বেলিত ছিলাম মানুষে মানুষে ভালবাসা-বাসিতে। নিকিকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ দিয়ে রাত ৪টায় আবার মজে গেলাম 'গানের ওপারে' । কখনও সখনও বন্ধু-বান্ধব কিংবা স্ত্রীর ফোন আসে, সংক্ষেপে হ্যা হু করে ছেড়ে দেই।

পুরো নাটকের গল্প আমি করতে চাই না এখানে। যারা এখনও দেখেননি তাদেরকে নাটক দেখার আনন্দ হতে বঞ্চিত করতে চাই না। একটিই অনুরোধ - পারলে অখন্ড মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। দেখবেন মানুষে মানুষে সম্পর্কের্রর টানাপোড়েন, বাবা-মা-সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক, মানুষের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আর্থ-সামাজিকতার অবস্থানরে কি সহজ সুন্দর উপস্থাপনা। দেখবেন নাটকের মূল প্রতিপাদ্য রবীন্দ্রনাথ কি অপূর্বভাবে মিলে মিশে গেছে প্রতিটি বিষবস্তুর সাথে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভিজুয়েলাইজেশন যে কি মনোরম ভাবে উপস্থাপিত হতে পারে, কি আলোড়ন জাগাতে পারে মনে তা আমি আগে কল্পনা করিনি। ধন্যবাদ মিউজিক ডিরেক্টর দেবোজ্যোতি মিশ্র - কি চমৎকার প্রকাশ রবীন্দ্র সংগীতের অন্য ডাইমেনেশন!

সে যাই হোক যা বলছিলাম শুরুতে সেই ঐকিক নিয়মের কথা। ৮৪ ঘন্টার নাটক দেখতে সাড়ে তিনদিন। আমি কত সময়ে দেখেছি তা হয়ত বাংলা-সিডনি ডট কমের অভিভাবক আনিস ভাই বলতে পারবেন। তবে একটানা ৪৪ ঘন্টা দেখা শেষে যেদিন দুপুরে যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন এসএমএস এর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পড়ে দেখি - কনগ্রাচুলেশানস আপনি 'গানের ওপারে' দেখে শেষ করেছেন। কেমন লাগলো? উত্তরে লিখলাম 'কথা হবে স্বাক্ষাতে'। আমি তখন ঘোরের মধ্যে। কারো সাথেই এ অনুভূতি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম না। আমার মন-দিল ক্ষনে ক্ষনে শিহরিত হচ্ছিল। আচ্ছন্ন হয়ে থাকলাম আরো কয়েক ঘন্টা। মন চাচ্ছিলনা তবুও কি আর করা, তখনও আমার একটা সাবজেক্টের জার্নাল শেষ করা বাকি। জমা দেয়ার সময় ঐদিনই বিকাল পাঁচটা। কোন রকমে এসাইনমেন্টটা শেষ করে জমা দিয়ে দিলাম সময় মতই। আবার সেই ঘোরে। ঘোরেই প্রস্তুতি পরদিন

সকালে সিডনি ফেরার জন্য। সিডনি ফেরার পথে ট্রেনেও একই ঘোর। চোখে রাজ্যের ঘুম। চোখ মুদলেই গানের ওপারে'র চরিত্রগুলো, কান না পাতলেও সুরের অনুরনন। এ তো ভালবাসার - ভাল লাগার নাটক।

কোলকাতার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকা দম্পতি প্রসুনজিৎ ও অর্পিতা চট্টপাধ্যায় প্রযোজিত এবং ষ্টার জলসা টিভি হতে প্রচারিত ২৫০ পর্বের পুরো নাটকটি ৭৫৬ টি ভিডিও ফাইলে ইউটিউবে আপলোড করা। আনিস ভাই তা ৮৪টি ফাইলে লিংক করেছেন ওনার বাংলা-সিডনি ওয়েব টিভিতে। প্রতিটি লিংক দেখতে সময় লাগবে কম বেশী ১ ঘন্টা। আর পুরো সিরিয়ালটি শেষ করতে ধরে নেই মোটামুটি ভাবে লাগবে ৮৪ ঘন্টা। এবার আপনিই পরীক্ষা করুন কতদিন লাগে পুরোটা দেখে শেষ করতে!